যায়যায়দিন

তারিখ ··16·FEB·2009··
পৃষ্ঠা ···২০ কলাম····৫·····

পাংশায় পরীক্ষা কেন্দ্রে বিক্ষোভ-ভাংচুর : আহত ১৫

বিকল্প ব্যবস্থায় সোয়া এক ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়েছে ১৩৭ জন

রাজবাড়ী প্রতিনিধি

প্রবেশপত্র না পাওয়া রাজবাড়ী জেলার পাংশা সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে রবিবার সোয়া এক ঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আনতে এ সময় পুলিশের লাঠিচার্জে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর আহত একজনকে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, পাংশার সূর্যদিয়া দাখিল মাদ্রাসার ১৩৭ নিয়মিত এবং ৫৩ অনিয়মিত পরীক্ষার্থী এ বছর দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করে। কিন্তু মাদ্রাসা সুপারের দুর্নীতি ও অবহেলার কারণে যথাসময়ে রেজিস্ট্রেশন করানো এবং ফরম জমা না দেয়ায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় শুধু অনিয়মিত ৫৩ জনের প্রবেশপত্র ইস্যু করে অন্য ১৩৭ জনের প্রবেশপত্র ইস্যু না করার বিষয়টি সাফ জানিয়ে দেয়। এ নিয়ে শনিবার পরীক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসক মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। রবিবার সকালে প্রবেশপত্র না পেয়েও ওইসব পরীক্ষার্থী নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্র পাংশা সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসায় উপস্থিত হয়। এ সময় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা বিক্ষোভ মিছিল ও ভাংচুর শুরু করলে কর্তব্যরত পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বালিয়াকান্দি থেকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ফোর্স ছাড়াও অতিরিক্ত ডিবি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত ফজলুল হককে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরিস্থিতি ক্রমাবনতি হতে থাকলে রাজবাড়ী-২ আসনের সংসদ সদস্য মো. জিল্লুল হাকিম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী ও মো. নুরুল আলমসহ বেশ কয়েকজন ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে যান। তারা মোবাইলে শিক্ষামন্ত্রী ও মাদ্রাসা বোর্ড চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে প্রবেশপত্র না পাওয়া ১৩৭ পরীক্ষার্থীকে বিকল্প ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

পরে বেলা সোয়া ১১টায় পাংশা সিদ্দিকীয়া সিনিয়র দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হয়। এখানে ৯৫০ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর কিছু সময় পর পাংশা শহরের অদূরে ডা. আবদুল কাদের দাখিল মাদ্রাসায় তাৎক্ষণিক কেন্দ্র ঘোষণা করে সেখানে প্রবেশপত্র না পাওয়া পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও রোল নাম্বার ছাড়াই পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হয় এবং পরীক্ষা চলে দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত।

ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থীরা জানায়, প্রবেশপত্র না পেয়ে তারা দুদিন ধরে দুশ্চিন্তায় ছিল। এতে তাদের প্রস্তুতিও অনেকটাই ভেস্তে গেছে। বিকল্প ব্যবস্থায় যে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে তা বহাল রাখারও দাবি করেন তারা।

অন্যদিকে ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থানরত রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. নুরুল আলম বলেন, এসব পরীক্ষার্থীর কোনো রেজিস্ট্রেশন ও প্রবেশপত্র নেই। এ কারণে বোর্ড চেয়ারম্যান স্পষ্ট জানিয়েছেন তাদের বিষয়ে কিছু করার নেই। অন্য ৯৫০ পরীক্ষার্থী যাতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য এ বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে রাজবাড়ী-২ (পাংশা-বালিয়াকান্দি) আসনের সংসদ সদস্য মো. জিল্লুল হাকিম বলেন, ১৩৭ পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র না পাওয়ার বিষয়টি মাদ্রাসা সুপার আবদুল মালেকের দায়িত্বহীনতা এবং বোর্ডের একশ্রেণীর অসৎ কর্মচারীদের যোগসাজশেই হয়েছে। তিনি বলেন, পাংশার এ পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী ও মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে আপাতত পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে আইনের আওতায় যেটুকু করা সম্ভব তা করা হবে।